দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 DEC 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 8

কর্মমুখী শিক্ষাই হচ্ছে আসল শিক্ষা

ড. ফোরকান উদ্দিন আহাম্মদ

সাম্প্রতিক বিশ্বে যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি পৃথিবীকে করেছে তত প্রভাবিত। প্রায় এক যুগ আগে ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপে প্রাগৈতিহাসিক একটি জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে কোনো ব্যবহারিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি বলে কিছু ছিল না। তাই তারা প্রকৃতির খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় প্রায় বিলুপ্ত হতে যাচ্ছিল। পরবর্তী সময়ে তারা শিক্ষিত মানব সমাজের সংস্পর্শ পেয়ে অনিবার্য ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষা করার সুযোগ লাভ করেছে। হাতে-কলমের শিক্ষার প্রভাবেই মানুষ নানা কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার বেড়াজাল ডিঙিয়ে জাতিকে নিয়ে যেতে পারে উন্নতির চরম লক্ষ্যে।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, জ্ঞানচর্চা এবং জ্ঞান আহরণের পথকে অনেক সময় সুগম করে তুললেও জ্ঞানের পূর্ণতা আসে না। নিজ চেষ্টায় যে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিচালিত করে অসাধারণ পর্যায়ে নিয়ে যায়, তার মধ্যে মৌলিকতার উন্মেষ ঘটে। এর জন্য দরকার একাগ্রতা ও প্রচুর পরিশ্রম। এ ব্যবহারিক শিক্ষার শক্তির ফলে জ্ঞান অর্জনের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করা সম্ভব।

শিক্ষাই মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করে এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে করে সমৃদ্ধ। শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে হয়। জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষাই কর্মমুখী শিক্ষা বা ব্যবহারিক শিক্ষা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন— 'আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে জীবনের কোন সংযোগ নেই।' বাস্তবিকই, প্রচলিত শিক্ষা আমাদের জীবনকে ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত করে না। আজ পৃথিবী দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার ফলেই তা সম্ভব হচ্ছে।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশে বেকার সমস্যার সমাধান দিতে পারছে না। তাই দিন দিন শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এ সমস্যার মোকাবেলা করতে হলে কর্মমুখী শিক্ষা চালু করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অনেক শিক্ষিত যুবক অভিশপ্ত বেকার জীবন যাপন করছে। গতানুগতিক গ্রন্থগত শিক্ষাব্যবস্থা, ডিগ্রিধারী শিক্ষিত ব্যক্তি তৈরি করছে বটে, কিন্তু তা কর্মভিত্তিক না হওয়াতে ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে না। এ অবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে কর্মমুখী শিক্ষার প্রবর্তন অত্যাবশ্যক।

কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব বহুবিধ। এ শিক্ষা গ্রহণের পর একজন শিক্ষার্থীকে চাকরির জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না। দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও দারিদ্র্যমোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে কারিগরি শিক্ষা ব্যবহারিক শিক্ষা রুজি-রোজগারের পথ খুলে দেয় এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেয়। এ ব্যবহারিক শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তিকে আমরা বিদেশে পাঠিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। তাই কর্মমুখী শিক্ষার আরো ব্যাপক প্রসার হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশ জনবসতিপূর্ণ একটি দরিদ্র দেশ। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে জনসংখ্যাকে কর্মমুখী শিক্ষা দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে ব্যবহারিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র ব্যবহারিক শিক্ষাই দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শারীরিক এবং মানসিক বিকাশ সাধন। সাধারণ শিক্ষায় মানসিক বিকাশ ঘটে আর কর্মমুখী শিক্ষায় শারীরিক উন্নতি আসে। এভাবে আমরা একটি দেশ, জাতি গঠনে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছাতে পারি।

গাজীপুর